চট্টগ্রাম • রোববার • ১৭ এপ্রিল ২০২২ • ৪ বৈশাখ ১৪২৯ • ১৫ রমজান ১৪৪৩ ৮ পৃষ্ঠা • মূল্য ৬ টাকা চট্টগ্রাম • রেজি. নম্বর ৪৫০ • বর্ষ ১৮ সংখ্যা ২৩৬ suprobhat.com | esuprobhat.com | facebook.com/suprobhat

প্রতিটি প্রভাত হোক সুপ্রভাত

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

মহানগর
'দরিদ্রদের শেষ আশ্রয়স্থল রোগী কল্যাণ সমিতি' ৩

মহানগর ৪
'মিথ্যার উপর ভর করে সরকার টিকে আছে'

সংবাদ ৫
বসতঘর পুড়ে রূপেন্দ্র চাকমার মানবেতর জীবনযাপন

বিনোদন
৬ এক আঙিনায় জায়েদ খান ও নিপুণ!

রপ্তানিতে শীর্ষে তবু পোশাক শ্রমিকের অন্তহীন সমস্যা

মো. আসিফ উদ্দিন, ফারিয়া ফারজানা এশা, সাদিয়া আফরিন, সন্দিপন দে, জান্নাতুন নুর সানজিলা, কানিজ ফাতেমা

বছরখানেক হলো চট্টগ্রামের এক পোশাক কারখানায় কাজ করছেন রেখা(৩৫)। চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট এলাকার এক বস্তি থেকে নিজ খরচে নিয়মিত আসাযাওয়া করেন তিনি।টিন আর প্লাস্টিকের বস্তার আস্তরণে তৈরি ছাদ,চালের বস্তা দিয়ে কোনোমতে মোড়ানো দেয়াল দিয়ে তৈরি ঘরেই প্রতিদিন সকাল হয় তার। এক সন্তান আর পাঁচ সদস্যের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তিনি। প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা চাকরি করে মাত্র ৮ হাজার টাকা বেতনেই চালাতে হয় সেই সংসার। 'দিন কেমন কাটছে?' জানতে চাইলে তিনি বলেন,"সংগ্রাম করি বাঁচি থাওন আরকি। বেতন যা পাই তা দিয়া একখান আনতে পারি তো অন্যখান পারি না । শখ আহ্লাদ নাই, কোনোমতে বেঁচে থেকে বাচ্চাডারে মানুষ করবার চিন্তাডাই এহন বেশি।"

একই দশা আরেক তৈরি পোশাককর্মী জান্নাতেরও(৩০)। সংসার চালানোর খরচ যোগাতে প্রায়ই ওভারটাইম করেন তিনি। সংসারের কাজকর্ম সেরে কর্মস্থলের কাজের চাপ সামলাতে তাকে প্রায়ই হিমশিম খেতে হয়। তবু সপ্তাহে ৬ দিন একই গতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। একদিনের অনুপস্থিতিই চাকরি খোয়ানোর জন্য যথেষ্ট 'বড় অপরাধ'।

ঐ বস্তিতে থাকা অন্যান্য গার্মেন্টস কর্মীদের দৈনন্দিন রুটিনও প্রায় একই রকম।অনেক নারী পোশাককর্মী পরিবার,সন্তানকে সময় দিতে গার্মেন্টসের কাজ ছেড়ে গৃহকর্মী হয়েছেন। অনেকে করোনাকালে চাকরি হারিয়ে আবার কাজে যোগদান করেছেন। তবে করোনা মহামারি গার্মেন্টস কর্মীদের জীবনে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে।আর সেটা যে নেতিবাচক,তা আর বলতে! তৈরি পোশাক শিল্পে কাজ করা ৪০ জন (২৬ জন নারী, ১৪ জন পুরুষ) কর্মীর জীবনযাত্রার মান সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এমনটাই চোখে পড়েছে।

দেশের প্রধান রপ্তানিমুখী খাতের এই সক্রিয় কর্মীদের যেনো দুর্ভোগের কোনো সীমা নেই।মানবেতর জীবনযাপন, সুপেয় পানির তীব্র সংকট,অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হওয়া, প্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া- এ তালিকার কেবল শুরু আছে, শেষ নেই।

পোশাক শ্রমিকদের হালচাল :

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১০০ তম ধারা অনুযায়ী, কোনো কারখানায় দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োজিত রাখার সুযোগ নেই। জানা যায়, চট্টগ্রামের অধিকাংশ পোশাক কারখানার কর্মীরা সকাল ৮.৩০ থেকে বিকাল ৫.৩০ অবধি কাজ করেন। এক্ষেত্রে আইনে বর্ণিত সময়সীমাকেই পূর্ণ ব্যবহার করে পোশাক কারখানাগুলো। শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা জায়। শুরুর মজুরি হিসেবে তারা মাসে ৮০০০ টাকা বেতন পান। তবে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি যথা দ্রব্যমূল্য ও জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম, বাড়িভাড়া, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল, যাতায়াত খরচ, ইন্টারনেট বিল- এ সব কিছু বিবেচনায় এ মজুরির হার কতটুকু যৌক্তিক, সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

শিশুদের কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই:

নিজের ১ বছর বয়সী বাচ্চাকে বস্তির এক পরিচিত নারীর কাছে রেখে কর্মস্থলে যান কুলসুম (২৮)। কর্মস্থলে গিয়ে শিশুকে নিয়ে চিন্তিত থাকলেও তার করার কিছু থাকে না। শিশুর পরিচর্যার জন্য ঐ কারখানায় কোনো শিশু পরিচর্যা কক্ষ নেই। ডে কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে তিনি বললেন, 'সে রকম কিছু থাকলেতো চিন্তা অনেকটাই কমে যেত।'

অন্যান্য পোশাক কারখানায় কাজ করা কর্মীরাও জানালেন একই সমস্যার কথা।বিদ্যমান আইনের ৯৪ ধারায় পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাসংবলিত শিশু কক্ষ রাখার কথা থাকলেও চট্টগ্রামের গুটিকয়েক পোশাক কারখানা ছাড়া অধিকাংশই এ আইনের তোয়াক্কা করে না।

৫০ বছর আগের পণ্য রপ্তানিচিত্রের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির চেহারার খোলনলচে বদলে দিয়েছে তৈরি পোশাক খাত।স্বাধীনতার পর পণ্য রপ্তানির তালিকায় তৈরি পোশাকের কোনো নাম-নিশানা ছিলো না। সেই পোশাক খাতের রপ্তানি গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৩ হাজার ৪১৩ কোটি ডলারের,যা দেশীয় মুদ্রায় ২ লাখ ৯০ হাজার ১০৫ কোটি টাকা। করোনার কারণে গত অর্থবছরে রপ্তানি কিছুটা কমে ২ হাজার ৭৯৪ কোটি ডলারে নেমে এসেছিল। তারপরও দু বছর আগের হিসাবেই মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশই তৈরি পোশাকের দখলে।পাটকে হটিয়ে পণ্য রপ্তানির শীর্ষস্থান দখল করেছে তৈরি পোশাক খাত।অথচ এখনো মানবেতর জীবনযাপন,ন্যূনতম মজুরি,সীমিত সুযোগ-সুবিধা নিয়েই দেশের তৈরি পোশাককর্মীরা কাজ করে চলেছেন।তাদের অভিযোগ, হরহামেশাই সহায়তার আশ্বাস দিয়ে অনেকেই তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র, পরিবারের পূর্ণবিবরণ নিলেও ন্যূনতম কোনো সুবিধা তারা পান না।এই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও দাবি মেটানোর দায় বর্তায় পোশাক কারখানার মালিকদের। দেশের অর্থনীতির চলমান জাহাজের প্রথম সারির এই নাবিকদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি।

লেখকবৃন্দ : আইন অনুষদ
প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

Ref: Daily Suprobhat Bangladesh, Date: 17 April 2022, Page: 2, Col: 3
https://esuprobhat.com/index.php?page=1&date=2022-04-17